পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাবনা

সৈয়দ আলী কবির

পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখছি তাকে চালু করা সহজ হবে না। তবে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। বর্তমানে আমরা একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি। আমরা লন্ডন ম্যাট্রিকের ন্যায় দেশব্যাপী একটি পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি। তার মডেল লন্ডন ম্যাট্রিকের অনুরূপ হবে। দেশের যে সব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা (বা অছাত্ররা) এই পরীক্ষা দিতে চায় তাদের সেই পরীক্ষা দেবার স্বাধীনতা থাকবে।

আমি এই লেখায় আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের কথা আলোচনা করবো। ১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিপর্যয় ছাত্র, তাদের অভিভাবক ও দেশের মনে একটা হতাশার সৃষ্টি করেছে। দেশজুড়ে প্রায় চার লাখ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। পাস করেছে মাত্র এক লাখের মতো, অর্থাৎ প্রতি চারজনে মাত্র একজন উত্তীর্ণ হয়েছে।

কেন এ বছর ফেলের হার এত বেশি তার বিশ্লেষণ দেয়া হয়নি। অনুমান করা হয়েছে যে ইংরেজি ও অংক পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণে ফেলের হার হয়েছে অত্যধিক। তবে ফেলের জন্য হয়তো ইংরেজিই বেশি দায়ী। কারণ অংক পরীক্ষা কেবল তাদেরই দিতে হয় যারা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য গ্রুপের ছাত্র।

অত্যধিক ফেলের কারণ হিসেবে আর একটা কথা উঠেছে। বলা হয়েছে যেহেতু দেশব্যাপী একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তাই অতীতের সঙ্গে প্রশ্ন করার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতএব ছাত্ররা পরীক্ষার জন্য ঠিকমত তৈরি হতে পারেনি। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এক বোর্ডের ছাত্রদের কাছে যে সব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর এক বোর্ডের ছাত্রদের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। এই অবস্থায় সমস্ত বোর্ডের প্রশ্ন এক হওয়ায় ছাত্রদের প্রস্তুতি নিতে অসুবিধা হয়েছে।

অভিন্ন প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আর একটা প্রশ্ন উঠেছে। যদি দেশব্যাপী একই প্রশ্ন করা হবে, তাহলে দেশের পাঁচটা শিক্ষা বোর্ড থাকার যুক্তি কি? আর যদি পাঁচটা বোর্ডই রয়েছে তাহলে দেশব্যাপী প্রশ্ন একই করার ব্যাপারে যুক্তি নেই। আরো একটা প্রশ্ন উঠেছে– যেখানে প্রশ্নপত্র অভিন্ন সেখানে বোর্ডভিত্তিক মেধা তালিকারও কোন যুক্তি থাকেনা।

আমি এতক্ষণ যে সব কথা বললাম, তা বলার সময় এমন এক তরুণের মতামত প্রতিফলিত করেছি যার সঙ্গে দেশের আপামর ছাত্র সমাজের যোগাযোগ আমার চেয়ে অনেক বেশি।

আমি বরঞ্চ ছাত্র সমাজের সেই অংশকেই বেশি জানি, যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় না। তারা মাধ্যমিক পরীক্ষার জায়গায় 'O level' পরীক্ষা দেয় ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জায়গায় 'A level' পরীক্ষা দেয়। এই দুই পরীক্ষাই নেয় যুক্তরাজ্যে অবস্থিত কর্তৃপক্ষ। 'O level' অর্থ 'Ordinary level', পরীক্ষাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার সমপর্যায়ের পরীক্ষা বলা হয়। 'A level' অর্থ 'Advanced level', পরীক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সমপর্যায়ের পরীক্ষা বলা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে দুটো পরীক্ষারই মান আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি। 'O level' ও 'A level' পরীক্ষা লন্ডন ম্যাট্রিক বলে পরিচিত।

আমি এইখানেই একটা মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করবো। যারাই যুক্তরাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত, তারাই জানেন যে আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে লন্ডন ম্যাট্রিকের পরীক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভিন্ন। এই পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা নেয়া হয় এবং বিষয়ভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। একজন পরীক্ষার্থীর যদি উচ্চ শিক্ষার অভিলাষ থাকে, তাকে ন্যূনপক্ষে পাঁচটা বিষয় পরীক্ষা দিতে হয়। তবে ছাত্ররা সচরাচর সাত বা আটটা বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার্থীদের মানদন্ড নম্বর দিয়ে নিরূপিত হয় না। তাদেরকে গুণগতমান অনুযায়ী স্থান দেয়া হয় এবং সেই স্থানকে "A, B" ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে দেখা যায় কোন ছাত্র ১ম, ২য় বা উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। তাদের নাম ও পিতামাতার পরিচয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অথচ যারা নিজের দেশ যুক্তরাজ্য বা বিদেশ থেকে লন্ডন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়, তাদের বেলায় এইসব কিছুই ঘটে না। লন্ডন ম্যাট্রিকের ফলাফলের ওপরে ভিত্তি করে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (আমেরিকায়) দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য পড়ালেখা বাধ্যতামূলক। তাদেরকে বার বছর শিক্ষা নিতে হয় এবং তার শেষ পর্যায় আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমান। স্কুলের গন্ডি পার হয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, তাদের জন্য আমাদের দেশের ন্যায় কোন পরীক্ষা নেই। তবে যারা উচ্চ শিক্ষায় অভিলাষী তাদেরকে Scholastic Achivement Test (SAT) পরীক্ষা দিতে হয়। বিদেশ থেকে যারা আমেরিকায় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স করতে যায় তাদের জন্য SAT পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে তাদেরকে TOFEL (Test of English as Foreign Language) পাস করতে হয়।

আমি বিদেশী শিক্ষা ব্যবস্থার অবতারণা করলাম একটা প্রশ্নই তুলবার জন্য। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মান নির্ধারণ করতেই হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার জন্য আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মত প্রথাগত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এইখানেই আমরা আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনবার কথা চিন্তা করতে পারি।

আমি একটা বিষয় বিবেচনার জন্য উথাপন করছি। আমাদের দেশে 'O' এবং 'A' level- এর ন্যায় জাতীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক। আমরা সচরাচর আশা করবো যে যারাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়বে তারা 'O' level' পরীক্ষা দেবে। প্রত্যাশা থাকবে তারা সেই পর্যায়ে সাত বা আটটা বিষয় পরীক্ষা দেবে। তাদের পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও অংক বাধ্যতামূলক হবে। সেই সঙ্গে উচ্চতর মানের গণিতসহ যেকোন ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। পরীক্ষায় তাদের মান নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু তাদের কোন নম্বর দেয়া হবে না বা দেয়া হলেও সে নম্বর তাদের জানানো হবে না।

লন্ডন ম্যাট্রিকের নিয়মে 'A' level স্তরে দুই বা তিনটা বিষয়ে মাত্র পড়ালেখা করতে হয়। আমাদেরও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এই ধরনের একটা পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তারা 'O' level এবং 'A' level-এ সেই সব পরীক্ষাই দেবে যা তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের যেকোন নাগরিকের যেকোন বয়সের মানুষের প্রচলিত 'O' level এবং 'A' level পরীক্ষা দেবার অধিকার থাকবে। কেউ যদি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নাও পড়ে তাদেরও এইসব বিষয়ে পরীক্ষা দেবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অগণিত ছাত্র কোন ফর্মাল শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত না থেকেও লন্ডন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারছে। অতএব দেশে যদি আমরা সমপর্যায়ের পরীক্ষা চালু করি সেই পরীক্ষা দেবার সবার অধিকার থাকা উচিত।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখছি তাকে চালু করা সহজ হবে না। তবে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। বর্তমানে আমরা একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারি। আমরা লন্ডন ম্যাট্রিকের ন্যায় দেশব্যাপী একটি পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারি। তার মডেল লন্ডন ম্যাট্রিকের অনুরূপ হবে। দেশের যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা (বা অছাত্ররা) এই পরীক্ষা দিতে যায় তাদের সেই পরীক্ষা দেবার স্বাধীনতা থাকবে।

এই পরীক্ষা ব্যবস্থার একটা সুবিধা থাকবে একজন ছাত্র যেসব বিষয়ে পাস করবে তাকে সেই বিষয়ে আর পরীক্ষা দিতে হবে না। সে কেবল ইংরেজি বা অংকে ফেল করে তাহলে কেবলই তাকে সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ একটা বা দুইটা বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার কারণে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। পরের বছর সে কেবল সেই বিষয়েই পরীক্ষা দেবে যে বিষয়ে সে অকৃতকার্য হয়েছে। দু' একটা বিষয়ে ব্যর্থতার জন্য পুরো পরীক্ষা আবার নতুন করে দিতে হবে না।

আমার প্রস্তাবনায় একটা সুবিধা থাকবে। যারা চাকরির বাজারে যাবে তারা অন্তত বলতে পারবে তারা ইংরেজিতে পাস না করলেও তারা ফেল নয়। তবে যারা চাকরি দেবে তারা যদি চান যে তার কর্মচারী ভাল ইংরেজি জানুক, তিনি তাদের চাকরি দেবেন যারা ঐ ভাষায় সন্তোষজনক নম্বর পেয়েছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরো একটি বিরাট সংস্কার প্রয়োজন। যারা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পার করবে তাদের জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষার দ্বারকে উন্মোচন করা প্রয়োজন। সেখানে তারা কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত করবার জন্য উপযুক্ত টেকনিক্যাল ব্যবস্থা পাবে। যদি একজন কৃষকের সন্তান কৃষি কাজে যায় তাহলে সে কৃষি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা নেবার সুযোগ পাবে। তার যদি স্বকর্মসংস্থানের ইচ্ছা হয় সে এমন বিষয়ে শিক্ষা নেবে যা তাকে তার স্বকর্মসংস্থানের দ্বারা খুলে দেবে। বিভিন্ন বিষয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে তৈরি করবে যোগ্য শ্রমিক হওয়ারজন্য।

অবশ্য যারা উচ্চ শিক্ষায় যাবে তাদের জন্য দেশের 'O' level or 'A' level হবে অপরিহার্য। যদি পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত সংস্কার আনা হয় তাহলে দেশের ভাল বিদ্যালয়গুলো এই পরীক্ষার জন্য হয়তো তারাই শিক্ষার্থীদের তৈরি করবে পরে কোন সময় দেখা যাবে যে আমাদের বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। বলাবাহুল্য যতদিন না প্রস্তাবিত পরীক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় মর্যাদা পাবে ততদিন বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চলবে।

আমার দেয়া প্রস্তাবটি সরকার ও শিক্ষক মহল বিবেচনা করলে খুশি হবো আমি বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প চাচ্ছি, কারণ আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে অসংখ্য শিক্ষার্থী ফেলের অভিশাপ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করবে।